দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

রায়পুরে ডিসির বাতিঘর স্কুলে অনিয়ম!

■ রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

রায়পুরে ডিসি প্রতিষ্ঠিত বাতিঘর স্কুলের বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিল্পী রানী রায় স্কুল ভবন তৈরি ও শিক্ষার্থীদের মাসিক চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ সময় সভায় উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মাস্টার আলতাফ হোসেন হাওলাদার, থানার এসআই হারুনুর রশিদ, পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কাজী জামশেদ কবির বাক্কী বিল্লাহ প্রমুখ।

পৌর শহরের পান বাজার এলাকায় সুইপার কলোনির সরকারি একটি খাস জমিতে গত জুন মাসে সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও বয়স্কদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বাতিঘর নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক জিল্লুর রহমান চৌধুরী। স্থানীয় রায়পুর ফ্রেন্ডস ফোরাম নামে একটি সেবামূলক সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তুহিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ডেন্টিস্ট ওহিদুর রহমান মুরাদকে স্কুলটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে তিনজন শিক্ষকের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে স্কুলটি। এতে সকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত বঞ্চিত পথশিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বয়স্কদের বাংলা, ইংরেজি এবং অংকসহ বিভিন্ন বিষয়ে ফ্রি পড়ানোর কথা। গত সোমবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিল্পী রানী রায় স্কুলটি পরিদর্শনে যান। ওই সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন ফ্রি শিক্ষার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ থেকে প্রতিমাসে ১শ' থেকে ২শ' টাকা নেওয়া হচ্ছে এবং ভবন তৈরিতেও প্রতিজন অভিভাবকের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়। কিন্তু স্কুলটি তৈরি ও পরিচালনায় ডিসির পক্ষ থেকে সরকারি বিভিন্ন সহযোগিতা করা হয়েছে। এছাড়াও পৌর মেয়র ও এমপির পক্ষ থেকেও অনেক অনুদান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর তেমন কোনো সুফল পায়নি স্থানীয় সুবিধা বঞ্চিত লোকজন ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

রায়পুর ফ্রেন্ডস ফোরাম সাধারণ সম্পাদক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডেন্টিস্ট ওহিদুর রহমান মুরাদ জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই স্কুলের সভাপতি। স্কুল নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় তিনি যে কথা বলেছেন তা সঠিক নয়। ভবন তৈরিতে অভিভাবকদের কাছ থেকে, স্থানীয় আজাদ নামে একব্যক্তি অন্য একটি সংগঠনের কথা বলে কিছু টাকা নিয়েছে বলে শুনেছি।